ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 289- 295
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.209

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস ‘ত্রয়ী’: গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ

পম্পি দে, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 14.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the article under discussion, we will try to analyze the structure, Western influence and application of music of the trilogy of novels of the prominent Bengali writer Swarnakumari Devi. Where we will try to analyze the excellence of the structure, the prominence of Western influence and the skill of application of music in the trilogy of novels Bichitra, Swapnabani and Milan-ratri. The writing skills and conscious mentality of the nineteenth-century writer Swarnakumari Devi are reflected in her works, which play a significant role even in the present. Since the scope of our discussion is limited, we will try to shed light on the contribution of the writer to Bengali literature by discussing some of the notable features of Swarnakumari Devi's trilogy of novels.

Keywords: Swarnakumari Devi, Trilogy of Novels, Western Influence, Musical Aesthetics, Narrative Structure

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী বিশিষ্টতম। এর প্রধানতম কারণ তিনিই প্রথম কৃতি লেখিকা যিনি সবিশেষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। কালের করালগ্রাস যেন এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের বিস্মরণ না ঘটায় সেইজন্য স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে সমগ্র বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিচিত্র রচনাকর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে দেখা যায়- তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন মোট এগারটি। ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করেন দুটি, বিজ্ঞান-প্রবন্ধ সংকলন একটি, একটি গীতিনাট্য ও একটি বিবিধ কথার সংকলন, গাথা একটি, পুস্তিকা(সখিসমিতি)একটি, দুটি কাব্যনাট্য, একটি ‘কবিতা ও গান’, দুটি প্রহসন, দুটি নাটক, একটি গীতিনাটক (সম্মিলিত রচনা) । এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছেন। এছাড়াও তিনি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন তাই সম্পাদকীয় রচনা এবং নতুন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহদান- সবই তিনি সারাজীবন ধরে করেছেন।

তবে আলোচনার সীমিত পরিসরকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের বিষয়- স্বর্ণকুমারী দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব এবং সংগীতপ্রয়োগ ইত্যাদি দিকগুলির যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

ত্রয়ী উপন্যাস- বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলন-রাত্রি; পস্পরের সঙ্গে যোগ এবং ধারাবাহিকতা আছে বলেই উক্ত উপন্যাস তিনটিকে ত্রয়ী (Trio) অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। উপন্যাস তিনটির প্রকাশকাল সম্বন্ধে ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’র অন্তর্গত স্বর্ণকুমারী দেবী নামক গ্রন্থ থেকে উক্ত উপন্যাস তিনটির প্রকাশকাল নিম্নরূপ-

বিচিত্রা- ১ বৈশাখ ১৩২৭, ৭ মে ১৯২০, পৃঃ ১৫৭।
স্বপ্নবাণী- জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ২৪ অক্টোবর ১৯২১, পৃঃ ১৭২।

মিলনরাত্রি- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫, পৃঃ ২৮৫।[১]

বিচিত্রায় কাহিনির যাত্রারম্ভ, স্বপ্নবাণী ক্রমবিকাশ আর মিলনরাত্রিতে তার অবসান ঘটে। এই ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে মফসসলের প্রাসাদপুরে রাজাবাহাদুর অতুলেশ্বর ও তাঁর কন্যা জ্যোতির্ময়ী।

ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনশৈলী- উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকগণ কাহিনি গ্রন্থণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বই সর্বাধিক। তবে বঙ্কিমানুসারী হয়েও ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী কাহিনি কিংবা প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষতাপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন; এব্যাপারে নীচে আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাসগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে।

ত্রয়ী উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত তবে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র শীর্ষ নাম রয়েছে- বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি। গঠনপ্রণালীর দিক থেকে খণ্ড তিনটি পরস্পর সংযুক্ত তাই একত্রে 'ত্রয়ী' উপন্যাসরূপে অভিহিত। আয়তনের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ 'স্বপ্নবাণী' এবং সর্ববৃহৎ 'মিলন-রাত্রি'; প্রথম খণ্ড 'বিচিত্রা'য় ১৮টি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড 'স্বপ্নবাণী'তে ১৭টি পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় তথা শেষ 'মিলন-রাত্রি'তে 'অন্তিম কাহিনী'সহ ৩৮টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য মফস্সলের প্রাসাদপুরের পটভূমিতে রাজাবাহাদুর অতুলেশ্বর ও তাঁর কন্যা জ্যোতির্ময়ীকে কেন্দ্র করে 'বিচিত্রা'য় দেশোদ্ধারের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়েছে, 'স্বপ্নবাণী'তে সেই অঙ্কুর ক্রমবিকশিত হয়েছে ও তারসঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর ব্যক্তিপ্রেম ব্যাকুলতা এবং 'মিলন-রাত্রি'তে দেশোদ্ধারের ব্যাকুলতা চরম পরিণতি লাভ করেছে।

'ত্রয়ী' উপন্যাসের গঠনপ্রক্রিয়া বিবরণমূলক; মূলত রোমান্টিক ও সমাজ সচেতনতাবিশিষ্ট কাহিনি; যেখানে স্থান পেয়েছে প্রধানত স্বদেশানুরাগ, নারীমুক্তি ও সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এছাড়াও আবেগপ্রবণতা, চরিত্র-কেন্দ্রিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 'ত্রয়ী'র অন্যতম প্রধান বিষয়।

'ত্রয়ী'তে বর্ণিত প্রেম (রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী-শরৎকুমার এবং রাজা অতুলেশ্বর-হাসি) ও রোমান্টিক অনুভূতি (প্রধানত রাজা অতুলেশ্বর, রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ী এবং শরৎকুমার, অনাদি প্রভৃতি বীরত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ) মূখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। তবে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটানো 'ত্রয়ী'র বিশিষ্ট তথা প্রধান অংশ।

এছাড়াও 'ত্রয়ী'র স্থানগত ও কালগত উভয় ঐক্যই রক্ষিত হয়েছে সুন্দরভাবে। স্থানের দিক থেকে উপন্যাসের সূচনা ঘটেছে কলকাতায় কিন্তু উপন্যাসের মূল কাহিনির সূত্রপাত হয়েছে প্রাসাদপুরে। কাহিনির প্রয়োজনে কলকাতা, বিষাদপুর প্রভৃতি স্থানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ঠিকই তবে মূল কাহিনির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি সূচিত হয়েছে মফস্সলের প্রাসাদপুরেই।

অপরদিকে কালের বিচারে উপন্যাসের মূল কাহিনির কেন্দ্রিয় চরিত্রের জন্ম থেকে শৈশবকাল ও তারপর কৈশোরকালপ্রাপ্ত হওয়ার অনুষঙ্গটি নির্দেশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের সচেতন মানসিকতার জন্যই উপন্যাসের সূচনার পাশাপাশি পরিসমাপ্তির পূর্বেও বিষয়টি উপেক্ষিত হয়নি। তাই ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-

> *"মাস ভাদ্র; ভাদ্রের চতুর্দ্দশ দিবসে জ্যোতির্ময়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, -সে দিন, জন্মাষ্টমী ছিল; কিন্তু এবার তাহার কিছু পূর্ব্বেই তিথি প্রতিপদে জ্যোতির্ময়ী উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিলেন।"*[২]

এছাড়াও রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর পাশাপাশি অন্যান্য সকল চরিত্রের কালানুগত বিবর্তন উপন্যাসটির বাস্তবতামূলক সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। উল্লেখযোগ্য কালের ব্যবধান প্রসঙ্গে রাজা অতুলেশ্বরের আড়াই বছর গৃহবন্দী থাকার ঘটনার উল্লেখ থাকলেও উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার ক্রমবিকাশ ও সংগতি যথাযথভাবে উপন্যাসটির কালগত ঐক্য রক্ষা করেছে।

'ত্রয়ী'র অন্যতম গঠন বৈশিষ্ট্য হল স্বপ্নদৃশ্যের অবতারণা। ঘটনার পূর্বাভাস দ্বারা কাহিনির ক্রমবিকাশ ঘটেছে- রাজকুমারীর স্বপ্নে সাম্যমৈত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিচিত্রার আবির্ভাব তার সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়াও মূল কাহিনির সঙ্গে সংযোগ রেখে হাসি ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হয়েছে একটি উপকাহিনি; যেখানে শহর (বিশেষত কলকাতা) জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। হাসি ও তার পরিবারের কাহিনিটি উপকাহিনি

হলেও মূল কাহিনির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়াও রাজা অতুলেশ্বরের বংশের সনাতন ধনুক সম্পর্কিত উপকাহিনিটিও উপন্যাসের কাহিনির গুরুত্ব আরোপে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সর্বোপরি, ঔপন্যাসিকের 'বিচিত্রা; স্বপ্নবাণী; মিলন-রাত্রি' উপন্যাস তিনটি রোমান্টিক, সমাজ-সচেতন এবং দেশাত্মবোধক ভাবনার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সংমিশ্রণ এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বলা বাহুল্য, তৎকালীন সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এরূপ সুসংহত প্লট নির্মাণ ঔপন্যাসিকের দক্ষতাপূর্ণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

ত্রয়ী উপন্যাসে পাশ্চাত্যপ্রভাব- আলোচ্য উপন্যাসগুলি উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত। সেসময় বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকের ভাষায়-

> *"উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালীর মানসিক ভূগোলের যে পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছিল, তার সূত্রেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও সম্ভোগের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, এবং তার মধ্যদিয়ে বাঙালীর সৃজনশীল প্রতিভা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বাঙ্‌লা উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়েছে।"*[৩]

উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারী দেবী ইংরাজি সাহিত্যে ছিলেন পারদর্শী আর তৎকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতিও ছিল ইংরাজিয়ানার প্রভাবযুক্ত। এরফলে সমাজ সচেতন ঔপন্যাসিক সেসময়ের পাশ্চাত্য ভাবধারা বঙ্গদেশে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। নীচে আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাস তার যথার্থ নিদর্শন।

'ত্রয়ী' উপন্যাসে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া, কুসংস্কার ও প্রথাগত চিন্তাভাবনার পরিবর্তে যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে নারীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া নারীর মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের শক্তি তথা ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তারফলে সার্বিক মঙ্গল সূচিত হওয়া পাশ্চাত্য লিঙ্গ সমতার ধারণার বহিঃপ্রকাশ যা উপন্যাসে মিসেস্ ক্লাউডেনের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে-

> *"আপনাদের স্ত্রীজাতি যখন শক্তিময়ী হয়ে উঠবে, লোকশিক্ষায় সমাজ যখন প্রবল হয়ে উঠবে, তখনই কি আপনাদের জাতীয় যোগ্যতা প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে না?"*[৪]

উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব উপেক্ষিত হয়নি, রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী যেরূপ দেশীয় সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক ভাবাদর্শকেও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীর পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের নারীর আত্ম-বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করে নারীর অসহায় অবস্থার পরিবর্তে এক নতুন ভাবাদর্শকে তুলে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় মিসেস্ ক্লাউডেনের বক্তব্যের মাধ্যমে-

> *"শিক্ষাতে মেয়েদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না, তাদের কার্য্য-পরিসর কেবল বাড়ে, তাদের স্নেহ-মমতা ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছোটে। তোমার জ্যোতির্ময়ী আমার এই কথারই দৃষ্টান্ত।"*[৫]

এরূপ ধারণা তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিরল ছিল কিন্তু আলোচিত উপন্যাস তিনটিতে ঔপন্যাসিকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে নারী শিক্ষার বিস্তৃতি ও সামাজিক নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও কলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজ-বিপ্লবের তরঙ্গে নারী চরিত্রের গঠন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে; যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা অতুলেশ্বর ও শরৎকুমারের আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলনের মাধ্যমে। এছাড়াও বিজনকুমারের চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি দ্বারা পাশ্চাত্য ভাবধারার বহিরঙ্গ অনুকরণের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়; আর তাই বিজনকুমার রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ইংরেজি কবিতার লাইন আবৃত্তি করেছে-

> *"Eain, would I climb, / but that I fear to fall"* - [৬]

তৎকালীন সময়ে মেয়েরাও যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল তার নিদর্শনও ঔপন্যাসিক হাসির ইংরেজি সাহিত্যানুরাগের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাই হাসি নিজের আবেগ প্রকাশকালে রাজা আর্থারের ছবির সঙ্গে রাজা অতুলেশ্বরের চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পায় এবং রাজা আর্থারের উদ্দেশ্যে টেনিসনের নামক 'Idylls of the King' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখিত কবিতার লাইনগুলি পড়ে-

> "But who can gaze upon the sun in / heaven! / He is all fault who hath no fault at / all- / For who loves me must have a touch / of earth- / The low sun makes the colour-"[৭]

উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব উপেক্ষিত হয়নি, রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী যেরূপ দেশীয় সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক ভাবাদর্শকেও সানন্দে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীর পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

তাছাড়াও ঔপন্যাসিক বাংলা শব্দের মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন, এমনকি ইংরেজি বাক্যেরও ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, সেসময় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাহিত্য রচনায় ইংরেজি শব্দ তথা ভাষার প্রয়োগ করা বাস্তবমুখী প্রতিফলনেরই সাক্ষ্য বহন করে।

উল্লেখযোগ্য ক্লাউডেন সাহেব ও তাঁর পত্নীর চিন্তাধারার যুক্তিসহ সমর্থন রয়েছে উপন্যাসে কিন্তু সবক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ করাকে ঔপন্যাসিক সমর্থন করতে পারেননি; তাই উপন্যাসে অনাদি যখন হিংসা তথা রক্তপাতের মাধ্যমে ফ্রান্সের দাসত্বমুক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তখন ঔপন্যাসিকের লেখনীতে জ্যোতির্ময়ীর তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হয়-

> *"সে দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শ হ'তে পারে না। সেই ভীম বীভৎস নিষ্ঠুরতা মনে করলেও কষ্টে-আতঙ্কে দেহের রক্ত জল হয়ে যায় আত্মা করুণায় বিগলিত আর্দ্র হয়ে ওঠে। ও রকম বিজাতীয় অনুকরণের কথা ভুলেও মনে এনো না ভাই। আমাদের বলীয়ান্ হ'তে হবে ধর্ম্মের বলে, নৈতিক বলে। দৈহিক বলের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে এই শক্তি আধ্যাত্মিক বলের সহায়স্বরূপ। ইংরাজকে 'মারা-কাটা' দূরে থাক, বিপন্ন হ'লে তাদেরও রক্ষা করতে হবে আমাদের।"*[৮]

তাই দেখা যায় ঔপন্যাসিক বিদেশী জাতির গুণের উৎকর্ষকে গ্রহণীয় মনে করলেও বিদেশী অনুকরণে পীড়ন-নীতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> *"অনুকরণাতিশয্যের কুফল সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সুন্দর পরিণাম লক্ষিত হয়। আবার পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার এই সহজ স্বীকরণের মধ্যে তাঁর মানসিক ঔদার্যের পরিচয়ও প্রচ্ছন্ন।"*[৯]

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর রচনার মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষভাগের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও সামাজিক বিবর্তনের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল যুক্তি এবং মানবতাবাদ। তাই রচনার উৎকর্ষ সাধনে স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতিফলন নির্দ্বিধায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

ত্রয়ী উপন্যাসে সংগীতপ্রয়োগ- সংগীত সাহিত্যের বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং আখ্যানের গভীরতা প্রকাশে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সংগীত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এমন একটি মাধ্যম যা খুব সহজেই মানুষের মনকে স্পর্শ করে। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে গান লিখতেন তথা একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

> *"রবীন্দ্রনাথের মতো নিয়মিত না হলেও অনেক সময়ই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে গান রচনা করেছেন স্বর্ণকুমারীও।"*[১০]

এছাড়াও লেখিকার সংগীত চর্চা সম্পর্কে অন্যান্য সমালোচকও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ফলত একজন সংগীতানুরাগী হওয়ার দরুণ তাঁর রচনায় সংগীতের প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। গানের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলির অন্তর্জগৎকে গভীর ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ত্রয়ীর গানগুলি এক্ষেত্রে যথার্থ নিদর্শন।

সংগীতের মাধ্যমে এই তিনটি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রের মানসিক অবস্থা (প্রেম, বিরহ, আনন্দ, বেদনা) এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির বর্ণনা এবং কাহিনির গভীরতা সূচিত হতে দেখা যায়। নিম্নে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন-

'ত্রয়ী'র 'বিচিত্রা'য় প্রথমেই দেখা যায় সদা হাস্যময়ী হাসির অব্যক্ত মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে সংগীতের মাধ্যমে। তাই শরৎকুমারের বিদায়কালে একাকী মনের অব্যক্ত ভাব প্রকাশ করতে হাসি গেয়েছে-

> *"মনে রইল ও সই মনের বেদনা! / প্রবাসে যখন যায় গো সে- / তারে বলি বলি আর বলা হোল না!"* [১১]

এরপর জ্যোতির্ময়ীর শিশুকৃষ্ণ বেশকে উদ্দেশ্যে করে হরিরামের গাওয়া গান-

> *"নাচে আমার গোপালমণি দেখবি যদি* আয়, *- / তার-পীতধরা মোহনচূড়া, নূপুরের বাজে পায়।"* [১২]

সংগীতের উৎকর্ষ সাধনে ঔপন্যাসিক যাত্রাগানেরও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন-

১) *"আমরা মোদের রাজারেই জানি; / সূর্য্য-চন্দ্রের না ধারি ধার যমকে না মানি।"* [১৩]

২) *"শ্রীবৃন্দাবনে-ও গো শ্রীবৃন্দাবনে- / ধরা দিল আমার শশী রাধিকার সনে।"* [১৪]

৩) *"প্রেমের বন্যা উথলে যখন ওঠে গো মনে- / আঁধারের বাঁধ আপনি যায় টুটে-"* [১৫]

এরপর জ্যোতির্ময়ীর উদ্যোগে পরিচালিত ব্যায়াম-সমিতির পরীক্ষা উৎসবের সূচনা হয় গেরুয়াবস্ত্রসজ্জিত ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশী বালকদের গানের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের সচেতন মানসিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিচিত্রা'র ইতি হওয়ার পূর্বে উপন্যাসের মূল বিষয় 'সাম্যমৈত্রীর অধীশ্বরী দেবী বিচিত্রা'র বন্দনা-গীতিও রয়েছে; যেখানে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-

"প্রণাম করি, তোমায় প্রণাম করি, - / দেবি বিচিত্রা, জননী, মিত্রা, / নিখিলকালে বাহ সাম্য তরী, -প্রণাম করি।" [১৬]

তাই উপন্যাসে ব্যবহৃত গানগুলি চরিত্রের মানসিক অবস্থা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রচিত একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এরপর 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসে উপস্থাপিত গানগুলির মাধ্যমে সেসময়ের উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের নারী-পুরুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। নীচে তুলে ধরা গানগুলি তার তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন, যেমন- উপন্যাসের সূচনায় রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বরিচিত গাওয়া গান-

> *"মনটি ওরে, ভাল ক'রে / ভাসতে শেখো ভাসতে শেখো; / সাঁৎরে উঠতে হবে কূলে / এই কথাটি মনে রেখো।"* [১৭]

এরপর হাসির গাওয়া গান-

> *"আহা মরি মরি আজি জোয়ারে লেগেছে ঢল! / ওরে স্রোত তরী মোর চল বেগে ছুটে চল্।"* [১৮]

তারপর হাসির অনুরোধে রাজা অতুলেশ্বরের কণ্ঠেও শোনা যায় গান, আবার রাজার অনুরোধে হাসিও পুনরায় গান গেয়েছে। উপন্যাসে চরিত্রগুলির মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি সবকিছুই গানের মাধ্যমে খুব সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

উল্লেখযোগ্য রাজা অতুলেশ্বরের কণ্ঠে যে গানগুলি রয়েছে তা 'রাজা' চরিত্রটির মানসিকতা প্রকাশে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। 'মূলতান রাগিণী'তে গাওয়া রাজার গানটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য-

> *"বড় একেলা গো বড় একেলা! / দুপুর সন্ধ্যা সকালা"-* [১৯]

রাজার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার চিত্র ফুটে উঠেছে উপরিউক্ত গানটির মাধ্যমে। এরপর রাজা অতুলেশ্বরের স্বরচিত একটি গান, যা রাজকুমারীর মনের গভীরে বিশেষ স্থান দখল করেছে তা দেশানুরাগের স্পর্শে রঞ্জিত তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

> *"বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন / পরাতে, জননি, তোরে রত্ন-আভরণ!"* [২০]

পরিশেষে 'ত্রয়ী'র শেষ উপন্যাস 'মিলন-রাত্রি'তে দেখা যায় দেশোদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা, যা প্রধান চরিত্রগুলিকে বিকশিত করেছে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের রচনায় 'সংগীত সংযোজন' শৈলীটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রগুলির মানসিকতা প্রকাশে। নীচে তার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হল-

বঙ্গ-বিভাগের পরিণতিস্বরূপ সেসময় দেশের শাসননীতির বিরুদ্ধে যে অশান্ত তথা চাঞ্চল্যপূর্ণ পরিস্থির সৃষ্টি হয়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে উক্ত উপন্যাসে; যেখানে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে সমগ্র বাংলার নেতৃগণ একত্রিত হয় প্রাসাদপুরে এবং মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়। মিছিল এবং সভায় দেশ মাতৃকার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় একের পর এক দেশাত্মবোধক গান, যেখানে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

> *"বন্দে মাতরম্ ব'লে, - / আয় রে ভাই দলে দলে! / হই রে আগুয়ান, যায় যা'বে যা'ক প্রাণ, - / মায়ের কাজে আত্মদান, কর্‌ব সবাই কুতূহলে।"* [২১]

এরপর কন্‌ফারেন্সে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর স্বরচিত গান আরম্ভ হয়-

> *"কেমন ক'রে বলব তোরে ভালবাসি কত, / মা গো ভালবাসি কত!"* [২২]

কন্‌ফারেন্সে গাওয়া দ্বিতীয় গানটিও দেশাত্মবোধক সুরেই রঞ্জিত-

> *"ভাই রে চিরদিন কি শিশুর মত রবে? / পল্‌তে ঝিনুক ফেলে দিয়ে চুমুক ধর্‌বে কবে- / ও ভাই চুমুক ধর্‌বে কবে?"* [২৩]

উল্লেখযোগ্য দেশানুরাগে রঞ্জিত চরিত্রগুলি তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশকালেও মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে গান; যেমন রাজা হাসির সম্মুখে নিজেকে উন্মুক্ত করে গেয়েছেন-

> *"ভেসেছি স্রোতের টানে / কূলে কি অকূলে কে জানে? / তরঙ্গ-ছন্দে কুহক আনন্দে / মনতরী চলে বেগে বাধা না মানে।"* [২৪]

এরপর রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর তাৎপর্যমণ্ডিত গানটিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

> *"ভিখারীর শূন্য ঝোলা, -রইল তোলা / হলো না-পারে যাওয়া"* [২৫]

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় আরও অনেক গান। উপন্যাস পরিণতিতে পৌঁছানোর পূর্বে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বন্দনাগীতিরও বহুল প্রয়োগ উপন্যাসটির সার্বিক মূল্যায়নে পূর্ণতা দান করেছে। যেমন নীচে তুলে ধরা গানটির মাধ্যমে রাজা অতুলেশ্বর ও রাজকুমারীর করুণাময়ী ঈশ্বরের প্রতি করুণ আকুতি প্রকাশ পেয়েছে-

> *"বহুক ঝটিকা ঝড়, কাঁপায়ে চেতনজড় / ভবের তরঙ্গে যেন না বিচলে এ হৃদয়। / ধরিয়া চরণ যাঁর বিচরি এ পারাবার / পুণ্য শক্তিমান তিনি পরম মঙ্গলময়! / দয়া কর-দয়া কর-দয়া কর দয়াময়!"* [২৬]

এছাড়াও রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক স্তোত্রগানেরও উল্লেখ করেছেন-

> *"তুঁহি একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য সুন্দর শিব! / দেহ করুণা-কর করুণা বিভো! / তুমি, অরূপ অপরূপ, সচ্চিদানন্দরূপ! / তব প্রেমরূপে ভরা-নিখিল ভব।"* [২৭]

এরপর দেখা যায় গানের মাধ্যমেই পিতাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার সুযোগ পেয়ে রাজকুমারী ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেছেন।

এমনকি উপন্যাসের পরিসমাপ্তিকালে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী ইহলোক ত্যাগ করার প্রাক্‌মুহূর্তেও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেশ-মঙ্গল-ব্রত ধারণের ইংগিত দিয়ে সহাস্যে পূর্ণ কণ্ঠে সুস্পষ্ট উচ্চারণে গান গেয়েছেন-

> *"অসতো মা সদ্গময়-তমসো মা জ্যোতির্গময়- / মৃত্যোর্মামৃতং গময়"-* [২৮]

সার্বিক বিচারে তাই বলা যায়, উপন্যাসের মূল কাহিনির পুর্ণাঙ্গ আস্বাদন লাভ করতে সংগীতের প্রয়োগ উপন্যাসের একটি অপরিহার্য উপাদান। এক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্ব নির্দ্বিধায় সার্থকতা লাভ করেছে।

বলা বাহুল্য আলোচিত ত্রয়ী উপন্যাসের গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ ইত্যাদি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ দ্বারা সহজেই উপলব্ধ হয় যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক সব্যসাচীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমালোচকের ভাষায়-

> *"স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গি, বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, অপর সভ্যতার দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।"* [২৯]

তথ্যসূত্র:

১. শাশমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮, পৃ. ২৫৯।
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১১৪২।
৩. হাসান, ড. বদরুল। উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস। জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃ. ৩৮।
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১১।
৫. তদেব, পৃ. ৯১৩।
৬. তদেব, পৃ. ৯১৯।
৭. তদেব, পৃ. ১১১৭।
৮. তদেব, পৃ. ৯৪৫।
৯. শাশমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫ ।
১০. ঘোষ, সুদক্ষিণা। স্বর্ণকুমারী দেবী (সাহিত্য অকাদেমি) । প্রথম প্রকাশ ২০০১, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৯।
১১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮১।
১২. তদেব, পৃ. ৮৯১।
১৩. তদেব, পৃ. ৯০০।
১৪. তদেব, পৃ. ৯০১।
১৫. তদেব, পৃ. ৯০১।
১৬. তদেব, পৃ. ৯৪০।
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪৪।
১৮. তদেব, পৃ. ৯৮৪।
১৯. তদেব, পৃ. ১০০৮।
২০. তদেব, পৃ. ১০০৯।
২১. তদেব, পৃ. ১০১৮।
২২. তদেব, পৃ. ১০২২।
২৩. তদেব, পৃ. ১০২৩।
২৪. তদেব, পৃ. ১০৬৬।
২৫. তদেব, পৃ. ১০৬৭।
২৬. তদেব, পৃ. ১১২৫।
২৭. তদেব, পৃ. ১১২৯।
২৮. তদেব, পৃ. ১১৫৮।
২৯. পাল, সোমা। স্বর্ণকুমারী জীবন ও সাহিত্য। প্রবন্ধ-হীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ স্বাধীনতা দিবস, ১৪১১, পৃ. ২৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সম্পাদনা। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯, বৈশাখ ১৪১৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (নবম খণ্ড) । মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫-০৬।
২. হাসান, ড. বদরুল। উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস। জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০।
৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা। স্বর্ণকুমারী দেবী (সাহিত্য অকাদেমি) । প্রথম প্রকাশ ২০০১, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা ৭৩, নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ইং ১৯৯২।
৫. শাশমল, পশুপতি। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য। বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮।